the dailyobserver
We stand for people's rights

Date: 10-01-2022 (Page: 11)

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

গাজীপুর-১৭০১।

('অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীন)

আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল সরবরাহের উন্মুক্ত দরপত্র (ওটিএম) বিজ্ঞপ্তি নং-০১/২০২১-২০২২ খ্রিঃ

১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	:	কৃষি মন্ত্রণালয়।
২.	সংস্থা	:	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)।
৩.	সংগ্রাহক স্বত্ত্বাধিকারীর নাম	:	প্রকল্প পরিচালক।
৪.	সংগ্রাহক স্বত্ত্বাধিকারীর কোড নং	:	প্রযোজ্য নয়।
৫.	সংগ্রাহক স্বত্ত্বাধিকারীর জেলার নাম	:	গাজীপুর।
৬.	সংগৃহীতব্য দরপত্রের ধরণ	:	আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল সরবরাহ (এনসিটি)।
৭.	দরপত্র আহবানের সূত্র নং	:	১২.২২.০০০০.০৪৩.৪৭.০০১.২১.২.০
৮.	তারিখ	:	২৪.১১.২০২১ খ্রিঃ।
৯.	সংগ্রহ পদ্ধতি	:	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM)
১০.	বাজেট ও অর্থের উৎস	:	জিওবি
১১.	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	প্রযোজ্য নয়।
১২.	প্রকল্প/প্রস্তাব কোড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	২২৪৩৪৪৪০০
১৩.	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	'অধিক ফলনশীল হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন, গবেষণা ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্প
১৪.	দরপত্রের প্যাকেজ নং	:	এইচআরডি পিএসএন-০১
১৫.	দরপত্র বিক্রয়ের তারিখ ও সময়	:	২৬.০১.২০২২ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১৬.	দরপত্র দাখিল / গ্রহণের তারিখ ও সময়	:	২৭.০১.২০২২ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ১১:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
১৭.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	:	২৭.০১.২০২২ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ১২:০০ ঘটিকায়।
১৮.	দরপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	নিম্নের প্রদত্ত ছক / বিবরণ অনুযায়ী।

কাজের নাম	দরপত্র জামানত (টাকার পরিমাণ)	দরপত্র দলিলের মূল্য (প্রতি সেট)	মন্তব্য
আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল সরবরাহ	২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঁচাশ হাজার) টাকা	২০০০/- (দুই হাজার) টাকা	দরপত্র দলিলে বর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে

১৯.	দরপত্র বিক্রয়ের স্থান	:	হিসাব বিভাগ, ব্রি-সদর দপ্তর, গাজীপুর-১৭০১।
২০.	দরপত্র গ্রহণের স্থান	:	মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তরের সম্মুখে রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে।
২১.	দরপত্র খোলার স্থান	:	ব্রি সদর দপ্তরের ভিআইপি কনফারেন্স রুমে দরপত্র দাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র খোলা হবে।
২২.	দরপত্র ক্রয়ের নিয়মাবলী	:	দরপত্র দলিল ক্রয়ের জন্য এসিসটেন্ট ডাইরেক্টর (সংগ্রহ), ব্রি, গাজীপুর বরাবরে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে দরপত্র দলিল ক্রয় করা যাবে। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী ব্যতীত ব্যক্তিগত দরপত্র/আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। দরপত্র দলিল ক্রয়ের আবেদনের সাথে হালনাগাদকৃত ট্রেড লাইসেন্স (ব্যবসার ধরণ আউটসোর্সিং সংক্রান্ত হতে হবে) জমা দিতে হবে।
২৩.	দরপত্র জামানতের ধরণ	:	দরপত্রের সাথে যে কোন তফসিলি ব্যাংক হইতে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট আকারে দরপত্র জামানত মহাপরিচালক, ব্রি, গাজীপুর এর বরাবরে জমা দিতে হবে।
২৪.	প্রাক দরপত্র সভার স্থান, তারিখ ও সময়	:	প্রযোজ্য নয়।
২৫.	দরপত্র দাতাগণের যোগ্যতা	:	সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল সরবরাহকারী প্রকৃত প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
২৬.	দরপত্রের সাথে যে সমস্ত কাগজ জমা দিতে হইবে	:	(ক) চলতি অর্থ-বছরের নবায়নসহ ট্রেড লাইসেন্স (ব্যবসার ধরণ আউটসোর্সিং সংক্রান্ত) (খ) ভ্যাট নিবন্ধন সনদপত্র (গ) টিন নম্বরসহ চলতি অর্থ-বছরের নবায়নকৃত আয়কর পরিশোধের সনদপত্রের ফটোকপি (ঘ) সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতার (নুন্যতম ০৫ বৎসর) বৈধ সনদপত্র জমা দিতে হবে। (ঙ) এছাড়াও, দরপত্র দলিলে বর্ণিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।
২৭.	সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	উপ-সহকারী বীজতত্ত্ববিদ: ১০ (দশ) জন, অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ০১ (এক) জন, ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট: ০২ (দুই) জন।
২৮.	দরপত্র আহবানকারীর নাম	:	ড. মোঃ জামিল হাসান
২৯.	দরপত্র আহবানকারীর পদবী	:	প্রকল্প পরিচালক
৩০.	দরপত্র আহবানকারী অফিসের ঠিকানা	:	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, হাইব্রিড রাইস বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।
৩১.	দরপত্র আহবানকারীর সাথে যোগাযোগের ঠিকানা	:	ই-মেইল: jamilbrri@yahoo.com

৩২. বর্ণিত দরপত্র পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি মোতাবেক পরিচালিত হবে। তবে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আউটসোর্সিং নীতিমালা এবং সময়ে সময়ে জারিকৃত পরিপত্র প্রযোজ্য হবে।

৩৩. ব্রি- কর্তৃপক্ষ যে কোন দরপত্র অথবা সকল দরপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে গ্রহণ অথবা বাতিল করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

৩৪. অনিবার্য কারণবশত: অত্র নোটিশে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে দরপত্র গ্রহণ করা সম্ভব না হলে, পরবর্তী কার্য দিবসে একই সময় ও স্থানে দরপত্র গ্রহণ ও খোলা হইবে।

২/১/২০২২
(ড. মোঃ জামিল হাসান)
প্রকল্প পরিচালক

CG-7687(10x4)

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ ঃ ১০-০১-২০২২ (পৃঃ ১২,০২)

ধানের নামেই ব্র্যান্ডিং হবে চাল

উবায়দুল্লাহ বাদল

দেশের বাজারগুলোতে সয়লাব হয়ে আছে মিনিকেট, নাজিরশাইল চাল। অথচ এসব নামে কোনো ধানই নেই বাস্তবে। এ নামের ধান যেমন দেশের কোথাও আবাদ হয় না, তেমনি এগুলো কেউ আমদানিও করে না। তারপরও বাজারে মিনিকেট ও নাজিরশাইল নামে চালের ছড়াছড়ি। কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন, মূলত দেশে উৎপাদিত ব্রি-২৮ ধানকেই মিলগুলো নিজেদের ইচ্ছামতো কেটে, মিক্স ও ওভারপলিশ করে নানা নামে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। ফলে মানুষ অবাস্তব ধানের চিকন চালের নামে প্রতারিত হচ্ছে। এই প্রতারণা বন্ধে আদালতেরও নির্দেশনা রয়েছে। এমতাবস্থায় প্রতিটি ধানের নামে চালের ব্র্যান্ডিং করতে নীতিমালা করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সম্মিলিতভাবে এ নীতিমালা নিয়ে কাজ করছে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়।

এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। গতকাল তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'মিনিকেট ও নাজিরশাইলের নামে বাজারে যেসব চাল পাওয়া যাচ্ছে তা আদতে 'ব্রি-২৮' ও 'ব্রি-২৯' ধানের চাল। এসব প্রতারণা ঠেকাতে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করছে। ভৌতিক ধানের নামে চালের ব্র্যান্ডিং বন্ধ করতে নীতিমালা করতে যাচ্ছে সরকার। সেখানে চাল পলিশ করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে। শিগগিরই এ নীতিমালার খসড়া প্রকাশ করা হবে।'

মিনিকেট নাজিরশাইল নামে প্রতারণা বন্ধে নতুন উদ্যোগ

এই প্রতারণা বন্ধে আইন করার তাগিদ দিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম। তিনি বলেন, 'মেশিনে চাল পলিশিং করে আকর্ষণীয় করে মিল মালিকরা প্রতারণা করছেন। চাল পলিশিং করে মিলগুলো চালকে চিকন করে। এতে অনেক পুষ্টিগুণ চাল থেকে চলে যায়। একটি অগ্রসরমান অর্থনীতিতে এমন প্রতারণা মানা যায় না। চালের জাতের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে মিলগুলো নিজেদের মতো ব্র্যান্ড দাঁড় করিয়ে ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। এটা আইন করে বন্ধ করা উচিত।'

গত ৮ জানুয়ারি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ধানের নামেই ব্র্যান্ডিং

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] একটি গণমাধ্যম আয়োজিত 'বায়োফর্টিফায়েড জিঙ্কসমৃদ্ধ ব্রি ধানের বাজার সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে গত ২০ ডিসেম্বর সচিবালয়ে আন্তর্জাতিক নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে দেশে মিনিকেট নামে কোনো ধান নেই। সরু মিনিকেটের ক্ষেত্রে জিরাশাইল, শম্পাকাটারি এ দুই রকমের ধানটাই বেশি। এমনকি নাজিরশাইল নামে কোনো ধান নেই। আপনারা লিখুন- এই সাদা চকচকে চালে কোনো পুষ্টি নেই। লাল চাল খান।' একই অনুষ্ঠানে খাদ্য সচিব ড. নাজমানারা খানুম বলেন, 'আমরা ইতোমধ্যে একটা রিসার্চ ওয়ার্ক করেছি। এটা সত্যি বাজারে মিনিকেট নামে চাল বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু মিনিকেট নামে ধানও নেই। আমরা এ বিষয়ে কাজ করছি।'

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ ও প্রচলিত ধারণা আছে, মোটা চাল কেটে চিকন করে বেশি দামে বিক্রি করে ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন এক শ্রেণির অসাধু মিল মালিক। এই অসাধু চক্র ক্রেতার পকেট থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল অঙ্কের অর্থ। এই প্রতারণা রোধে বাজারে থাকা চালের উৎস ধানের জাত নির্ণয়ের উদ্যোগ নেয় খাদ্য মন্ত্রণালয়। প্রচুর ধান উৎপাদন হয়-এমন ২১ জেলায় সমীক্ষা চালান খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১৩ কর্মকর্তা। গত বছরের জুনে তারা এই সমীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেন। এতে বলা হয়- আধুনিক প্রযুক্তি গুণে 'ব্রি-২৮' ও 'ব্রি-২৯' ধানের চালই বাজারে ধুমছে বিক্রি হচ্ছে এসব নামে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে একই চাল ভিন্ন ভিন্ন নামে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বস্তাবন্দি হচ্ছে আড়তগুলোতে। যে চাল কুষ্টিয়ায় 'নাজিরশাইল' হিসেবে বস্তায় ঢুকছে, ওই চালই হয়তো বগুড়ায় 'মিনিকেট' ও শেরপুরে 'কাজল' নামে বস্তাবন্দি হচ্ছে ভিন্ন কোম্পানির ব্র্যান্ডে। তবে মোটা চাল কেটে চিকন করা হচ্ছে-এমন অভিযোগের কোনো সত্যতা মেলেনি।